দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ইংরাজী শিখতে হবে কতদূর—

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান কোথায় হবে? এ নিয়ে লিখতে গিয়ে একবার গালি খেয়েছিলাম ফোনে। লিখেছিলাম কিন্ডারগার্টেন সম্পর্কে। ইংরাজী মাধ্যমের বিদ্যালয়ে ভিড় সম্পর্কে। এরপর শুনতে হল অনেক কথা। দেশ নাকি গোল্লায় যাচ্ছে ইংরাজী না শিখিয়ে। আমাদের ছেলেরা কোথাও টিকতে পারছে না প্রতিযোগিতায়। দেশ অকাট মূর্খে ভরে গেছে। ইংরাজীতে একটি দরখাস্ত লিখতেই নাকি কলম ভাঙ্গছে শিক্ষিত যুবকদের।

ভিন্ন একটি কথা শুনেছিলাম আর এক বৈঠকে। বৈঠক হচ্ছিল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সমস্যা নিয়ে। সে বৈঠকে একজন সাবেক মন্ত্রী বলেছিলেন দেশে এখন আর কেউ সন্তানসন্ততিদের পড়াতে চায় না। পড়াতে চাচ্ছে না। সকলের সন্তানই নাকি ছুটছে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, দিল্লী–বম্বে–কলকাতা।

লিখতে গিয়ে গালি খেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম। বৈঠকে গিয়ে নতুন তথ্য জেনে আরো চমৎকৃত হলাম। মনে হল কোন দেশে আছি। কাদের কথা শুনছি। কাদের সাথে বসে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছি। এরা বিশ্বাস করেন সকলের সন্তানসন্ততিই নাকি বিদেশে ছুটছে। তাহলে এ সকলের সংখ্যা কত? এরা সমাজের কোন স্তর থেকে এসেছে? দেশের জনসংখ্যায় এদের অনুপাত কি? আমাদের দেশের শতকরা ৮৮ জন লোক এখনও গ্রামবাসী। অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। তাদের ছেলেরা হিল্লী–দিল্লী ছুটছে লেখাপড়ার জন্য, এ কথা শুনতে মন্দ লাগে না। তবে বড্ড অবিশ্বাস্য মনে হয়।

ঠিক তেমনি মনে হয়েছে ইংরাজী নিয়ে আলোচনার ঝড় বইতে দেখলে। মাঝখানে এ নিয়ে টেলিভিশনে বিজ্ঞজনের আলোচনা শুনেছি। আমার সকলের কাছে প্রথম প্রশ্ন, প্রকৃতপক্ষে আমরা সঠিকভাবে বাংলা জানি কি? নিজের মাতৃভাষা সঠিকভাবে রপ্ত করতে না পারলে বিদেশী ভাষা লেখা কোন কাজে আসে কি? আর নিজের মাতৃভাষা না শিখে যারা ভিন্ন ভাষা শিখে জাতে উঠতে চান তাদের কথা ভিন্ন। ভিন্ন তাদের কথাও যারা মনে করেন–নিজের ভাষা বাদ দিয়ে ভিন্ন ভাষা শেখাতে হবে–ভবিষ্যৎ জীবনে সন্তান-সন্ততিদের সমাজে কেউ— কেটা বানাবার জন্য। তাদের ঘরের অনেক সন্তানকেই দেখেছি পরদেশে পরগাছার জীবনযাপন করতে। অনেককে দেখেছি বিদেশের নাগরিকত্ব পাবার জন্য হাতে টাকা গুজে দিয়ে বিদেশিনীদের অর্ধাঙ্গিনী স্যাজাবার প্রাণান্ত চেষ্টা। হয়ত তারাই সব নয়। তবে বিদেশ বিভুঁইয়ে বাঁচা আজকের জগতে রড্ড কষ্ট। কারণ সর্বত্র এক ধরনের সংকীর্ণতা দেখা দিচ্ছে। সকল দেশেরই বিদেশীদের সম্পর্কে একই রব, দূর হট।

তবে মূল কথা বিদেশে যাওয়া, থাকা বা চাকরি পাওয়া নিয়ে। মূল কথা ভাষা শেখা এবং সে ভাষা শিখে সমাজে মানুষের মত বেঁচে থাকা। এবং সে প্রশ্ন বিবেচনা করতে গেলেই প্রথম নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে বাংলা ভাষা নিয়ে। এ ভাষা আমরা কতটুকু শিখেছি। কেউ কি পরীক্ষা নিয়েছেন বাংলা ভাষায় দরখাস্ত লেখা নিয়ে। আমি শুধুমাত্র ছাত্রদের কথা বলছি না। কেউ কি জরিপ করে দেখেছেন বাংলাদেশে প্রাথমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা পড়াবার হাল। শিক্ষকদের মান। শিক্ষকতা কিন্তু আজ আর কোন আদর্শ পেশা নয়। বেঁচে থাকার অবলম্বন। মেধা নয়, তদ্বিরে বেশীরভাগ শিক্ষকদের আজকাল নিযুক্তি হয়। এইত ক'দিন আগে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষা দিয়েছে মনে হয় লাখের উপর। ঢাকার শিক্ষাভবনে গেলে দেখা যাবে তদ্বিরের কি ভিড় জমেছে। এ ভিড় প্রদর্শনীতে বাইজী বা যাত্রাগানের অনুষ্ঠান করেও জমান যাবে না।

অর্থাৎ প্রশ্নটি মূলত শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে, মাতৃভাষা শিক্ষা নিয়ে। দেখা যাবে, পরীক্ষায় টিক মার্ক দেবার পদ্ধতি চালু হবার পূর্বে বাংলায় পাস করাও দায় ছিল। এখনও এই রাজধানী ঢাকা শহরে বাংলা শিক্ষকদের বাড়িতে ভিড় জমে ছাত্র–ছাত্রীদের। বাংলা শিক্ষার জন্য নয়। পরীক্ষার বৈতরণী পার হবার জন্য।

আর ইংরাজী বা অংক কঠিন ছিল সর্বকালে। অতীতেও ইংরাজী এবং অংকের মাষ্টারের কদর ছিল। একই শিক্ষক ইংরাজী এবং অংক পড়াতে পারলে ছিল সোনায় সোহাগা। এর কারণ সামাজিক পটভূমি। আমরা যে সামাজিক পটভূমিতে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সে পটভূমিতে ইংরাজী অনুপ্রবেশ সহজ ছিল না। এমনকি বাংলা গদ্যও দীর্ঘদিনের নয়। এককালে ফার্সিই ছিল সকল কিছুর বাহন। অংক ছিল হিসাব–নিকাশের ভাষা। জীবনের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে তার তেমন ভূমিকা ছিল না। আর দীর্ঘদিন পূর্বে ইংরাজী এসেছিল রাজভাষা হিসাবে। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া ভাষার বিরুদ্ধে ছিল সামাজিক প্রতিরোধ। সহজাত বিদ্বেষ। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হলেও সে সম্মান ইংরাজী এদেশে কোনদিনই পায়নি। এ ভাষা ছিল শাসন আর শোষণের সাথে জড়িত মানুষের ভাষা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এখনো এ ধরনের একটি মানসিকতার আঁচ পাওয়া যায়। এখনও বলা হয়, বড় হতে হলে, ভাল চাকরি পেতে হলে, বিদেশ যেতে হলে ইংরাজী শিখতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

তা হলে কি বাংলা কোনদিন চাকরি পাবার, বিশেষজ্ঞ হবার, বিজ্ঞানী হবার ভাষা হবে না। জাপান, জার্মান বা ল্যাটিন ভাষার মত বাংলা ভাষা কোনদিন কদর পাবে না। আর বড় হবার ব্যাখ্যাটি কি।

এ যুক্তি হীনমন্যতার। এ যুক্তি অজ্ঞতার। বাংলাদেশের সমাজকে পুরোপুরি চিনলে এ বিভ্রান্তি দেখা দিত না। এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই অনুপাতে শিক্ষিতের হার বাড়ছে না। এদেশে সঠিকভাবে বাংলাই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। পরগাছার মত কিছু গুরুগৃহ–টিউটোরিয়াল হোম জন্ম নিচ্ছে। জন্ম নিচ্ছে ইংলিশ মাধ্যমের বিদ্যালয়। সবাই সন্তানসন্ততিকে বিদেশী বানাতে চাচ্ছে। ফলে একটি অসংগতি দেখা দিয়েছে ভাষা নিয়ে। প্রশ্ন উঠছে ইংরাজীতে শুদ্ধ দরখাস্ত লেখা নিয়ে। ভাবখানা যেন ইংরেজের শিশুরাও জীবনে উন্নতি লাভ করতে সঠিক ইংরাজী ব্যাকরণ শিখছে।

আমার কথা, ইংরাজী থাকবে। থাকতে পারে যে কোন বিদেশী ভাষা। জ্ঞানার্জনের জন্য যে কোন ভাষাই শ্রেয়। তবে ইংরাজীর একটি সর্বজন গ্রাহ্যতা আছে। আছে আমাদের সাথে দীর্ঘদিনের পরিচিতি। তাই ইংরাজী আমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য। তবে বাংলাকে বাদ দিয়ে নয়। লেখাপড়া শিখে জীবনে বাঁচতে হলে বাংলাদেশেই বাঁচতে হবে। আজ হোক কাল হোক, সব কিছু বাংলায় শেখার ব্যবস্থা হবে। এ ব্যাপারে যারা হীনমন্যতায় ভুগছেন আমি তাদের দলে নই। আমি খুশী হব যদি টেলিভিশন–বেতারে বাংলা শেখা এবং জীবনে বাংলা ভাষার অবদান সম্পর্কে অনুষ্ঠান হয় বছর জুড়ে। আমি বাংলা শিখে ইংরাজী শিখতে চাই। একসাথে দু'টি শিখতে চাই। তবে বাংলা বাদ দিয়ে ইংরেজী শিখতে রাজী নই।

—নির্মল সেন